বিপন্ন ডানায় উড়ে

বিপন্ন ডানায় উড়ে

শাহীন শওকত

KOBI PROKASHANI

বিপন্ন ডানায় উড়ে
শাহীন শওকত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
রাসেল আহমেদ রনি

প্রচ্ছদের চিত্রকর্ম
দেওয়ান মিজান

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/4 আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে’জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Biponna Danay Urey by Shaheen Shawkat Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: November 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-29140-3-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

স্ত্রী তামান্না হোসেন
কন্যা দীপিতা অর্থী
পুত্র ওয়াসিফ অংকুর

রেখে যাই এই দীর্ঘশ্বাস ছায়াজন্ম মর্মব্যাকুলতা
একদিন গান হয়ে বেজে উঠুক ভৈরবী তীর্থপ্রাণে
না ফোটা গোলাপ অস্ফুট সৌরভ যত তার
জড়াক ইন্দ্রিয়ে ঘ্রাণে।

ক বি তা ক্র ম

রক্তবিন্দু যত ৯
আমার না থাকা ১০
গন্তব্য ১১
বিবিধ জন্মের পাঠ ১২
সূচনা পর্বের গান-১ ১৩
সূচনা পর্বের গান-২ ১৪
ঠিকানা ১৫
অন্তর্বেদনাসমূহ ১৬
মিল ১৭
মর্মগাথা ১৮
দৃশ্যের আড়ালে ১৯
ভাঙচুর ২০
নৃত্য ২১
বিস্মরণ ২২
অস্তিত্ব ২৩
চাঁদ ২৪
দিগন্তের মেঘে ২৫
ছায়ামাত্র ২৬
তুমি ফুল গন্ধহীন ২৭
দ্বিধা ২৮
মেঘবার্তা ২৯
কাঁটাতার ঘেরা রাত্রি ৩০
হে বাসনা, অন্তর্গত ৩১
আলো হয়ে ৩২
জলধি ৩৩
নষ্ট ফলের ভেতরে ৩৪
অভিযাত্রিক পুনশ্চ ৩৫
৩৬ ছদ্মবেশ
৩৭ আশ্রয়
৩৮ সংশয়
৩৯ রূপান্তর
৪০ সংকট
৪১ অন্তরাল
৪২ শুভসন্ধ্যা
৪৩ বর্ষা
৪৪ প্রাকৃতিক
৪৫ বৃষ্টি পড়ে শ্রুতির ভেতর
৪৬ ভুল ঠিকানায়
৪৭ অভিজ্ঞান
৪৮ ব্যক্তিগত
৪৯ শূন্যতা
৫০ অভিনয়
৫১ আমার শিক্ষক
৫২ চট্টগ্রাম
৫৩ আগুন
৫৪ শতদল মেঘে
৫৫ ঘনবন ছায়াতলে
৫৬ আড়াল
৫৭ সৌরভ
৫৮ জেগে ওঠে সেই গান
৫৯ জন্মান্ধের দিনরাত্রি
৬০ শ্রাবণের গ্লানি
৬১ ভস্মগুচ্ছ
৬৪ এপিটাফ

রক্তবিন্দু যত

ভেতরে ক্ষরণ নিয়ে পাতার আড়ালে জমে থাকে
যে জল বৃষ্টির অবশেষ হয়ে
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে রাত্রিদিন
বনভূমি জুড়ে চিরসবুজের অন্তরালে
এই যে দহন ব্যথা হাহাকার

ফড়িংয়ের প্রাণ জবা কুসুমের মন তাকে বোঝে
যেন আছে রক্তপাত কোথাও উড়ন্ত মেঘে
তারই ছায়া হৃদয়ে বিবর্ণ ঘাসে

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু রক্তবিন্দু যত।

আমার না থাকা

হেমন্ত ফুরিয়ে যায় দ্রুত
কিন্তু শরতের একাকিত্ব থেকে যায় মনে মনে
শিউলি ফুলের ভোর কাঁশবন পার হয়ে
বিষণ্ন দুপুর যখন গড়িয়ে যায় শাদা মেঘসহ
আমার আকাশ থেকে মুছে যায় দুরন্ত শৈশব
রয়ে যায় কিছু ছবি
মাঠে, নদীতীরে
খড়ের উঠান জুড়ে এঁটে থাকা
থইথই জ্যোৎস্নার ভিড়ে।

দশদিকে শুধু চলে গেছে পথ
নীরব রাত্রির বুক চিরে।

নিঃসঙ্গ পথিক কেউ ছিল রাত্রিচর
ডানায় ক্লান্তির ছায়া নিয়ে উড়ে গেছে
অনন্তের পাখি
যেখানে ঝড়ের শেষ, আছে অভয় আশ্রয়
গগনশিরীষ ছায়াবীথি মিনজিরি ফুলের সৌরভ
বকুল ছড়ানো পথে আছে
অর্থহীন আমার না থাকা।

গন্তব্য

ভুলে আছি জন্ম, মৃত্যুর সীমানা
আদিগন্ত মাঠে পত্রাঞ্জলি ঘেরা গাছে গাছে
প্রজাপতির অসংখ্য ডানায় নেচে ওঠে
রোদ ঝলমল দিন

তবুও ভেতরে নিঃস্ব হই।

আগুনের ভয় আছে পাতাঝরা বনান্তরে
ধূলিপথে উড়ে গেছে পাখিদের সম্মিলিত শোক
সেও কতকাল
আজ এমন ঝড়ের রাতে
স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে নিষ্পত্র বৃক্ষের গায়ে
কেঁপে ওঠে নিজের ভয়ার্ত ছায়া
এই দীপ্র অন্ধকারে
নিথর রাত্রির নীরবতা দীর্ণ করে
‘আমাকে গ্রহণ করো’ বলে শূন্যতায় উড়ে যায়
রাতজাগা পাখি।

বিবিধ জন্মের পাঠ

অন্ধকারে ঘোর নিদ্রাগ্রস্ত ছিল দিন
আমি শুধু ঘুমিয়েছিলাম সামান্য শতক
তার অযুত ভগ্নাংশকাল

তবু শিকড় গজালো হাড়ে।

মা মাটি উদ্ভিদ লতা জড়ালো আমার পায়ে
একই হাওয়া আজও বয় নদীতীরে
জন্ম জন্মান্তর আমি একান্ত ছিলাম
যে পক্ষীকূলের
সেই শান্ত নীড় বনছায়া হারালাম
নগর ভ্রমণে এসে।

এখানে যে এত ক্লান্তি এত ঘুম
আমার চৈতন্য ডুবে থাকে গাঢ় তমসায়
আর তাতেই ঘটে সর্বনাশ

প্রতিটি নিদ্রার পর
আবার আমার জন্ম হয় ভিন্নরূপে
অস্তিত্বের পরিক্রমা
বিবিধ জন্মের পাঠ রেখে যাই পথে
নগর প্রাকারে
প্রতিটি দেয়াললিখন মুদ্রায়
মাঠে, কুসুমিত ধান্যে
মারি ও বন্যায়
তাপিত তৃষ্ণার জলে।

সূচনা পর্বের গান-১

বিস্মৃতির এমন দুপুরে বিষণ্ন বাতাস
দিক ভুলে প্রবাহিত হয়
ঝরাপাতার অরণ্যে ডুবে থাকে শীতকাল
আনমনা নদী নিস্তরঙ্গ বয়ে চলে ধীরে
ঘনবনতলে তখন বিবাগী পাখির কূজন
কী মন্ত্রণা দেয় বাতাসের কানে

এইসব নিভৃতযাপন বিহ্বলতা ভেঙে
জেগে ওঠো ঝরাপাতা,
অনন্তের পথচারী।

সূচনা পর্বের গান-২

এইভাবে ভেঙে পড়ে দুই একটি বসন্ত ঋতু
স্মৃতি জুড়ে পড়ে থাকে ব্যর্থ দিন
তবু কিছু ফুলের মঞ্জরী আগুন ছড়ায় ডালে
মানুষের মাথার ওপর ছায়া হয়ে
দাঁড়িয়ে ছিল যে পুষ্পবৃক্ষ
অনিবার্য তারও পতন ঘনায়

আমাদের মন থেকে মুছে যায় আলো
নির্বাণের সকল সংগীত।

ঠিকানা

আমার চলার পথ চিহ্ন রাখেনি কোথাও
সবদিকে শুধু রয়ে গেছে ছড়ানো সবুজ ক্ষেত
ফুলে ওঠা ধানের মঞ্জরী হাওয়ায় হাওয়ায়
আড়িয়াল খাঁর দুই তীরে এখনও যেটুকু আছে
তার শোভা অবশেষ ভেঙে দিয়ে
ছুটে যায় অন্তঃপ্রাণ ট্রেনের হুইসেল

আমি সেই ট্রেনের সর্বশেষ যাত্রী হয়ে
পৌঁছে যাই গ্রামে গ্রামে।

অন্তর্বেদনাসমূহ

থাক দুরাশায় পূর্ণ দিন মলিন বাসনা
অন্তর্বেদনাসমূহ
না খোলা বইয়ের উজ্জ্বল মলাটের মতো
শেলফের তাকে তাকে পড়ে থাক
অর্থহীন ভ্রান্তিগুলি

ক্রমশ ধুলায় লীন আমাদের মগজের ভাঁজে
একটু একটু করে এইভাবে জমা হয়
ধ্বংসস্মৃতি প্রত্নঅন্ধকার

বিস্মৃতির আড়ালে গভীর হতে থাকে
ক্ষত, অনিবার্য রোদনের ভার।